বাংলাদেশের নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং ।

সামাজিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রনকারী শ্রেনীই দেশ ও তার রাজনীতি পরিচালনাকারী শক্তি। রাজনৈতিক দলগুলি সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তবে একই শ্রেনীর ভিন্ন প্রকৃতির স্বার্থ সংরক্ষণকারী গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একাধিক দল থাকতে পারে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমক্রেটিক দল। রিপাবলিকান দলটি যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতকারী, তেল ব্যবসায়ী ও নির্মান পুজির স্বার্থ সংরক্ষন করে থাকে। অন্যদিকে ডেমক্রেটিক দল অর্থনীতির অন্যান্য খাত সমূহে বিনিয়োগকৃত পুজির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থ্যাৎ যুক্তরাষ্ট্রের উভয় দলই পুজির স্বার্থ সংরক্ষণ করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক স্বার্থ দেখভাল করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্র প্রধান বা গভার্নর যদি পুজিপতিদের বিপরীতে শ্রমিকের স্বার্থে কোন কার্যক্রম গ্রহন করেন, তাহলে পরের দিনেই তিনি গুপ্ত হত্যার শিকার হবেন। অর্থ্যাৎ যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান গণতন্ত্র হলো পুজির গণতন্ত্র, যাকে শ্রম শক্তির দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয় পুজির একনায়কতন্ত্র।

উন্নত পুজিবাদী দেশের মত উন্নয়নশীল দেশের পুজি সংগঠিত নয়, ফলে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বিধি-বিধান পুজির স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য যথাযথ ভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই উন্নয়নশীল দেশ সমূহে বিভিন্ন শ্রেনী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এক একটি রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়। ফলে ঐ দেশে সমূহে অধিক সংখ্যক দলের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা থাকে বিধায় জনগণের সাথে তারা সব সময় বেইমানী করতে পারে না। তাই পুজিবাদের প্রতি আকৃষ্ট উন্নয়নশীল দেশের সুবিধাভোগী ও লুটেরা মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ীরা ঐ রাজনৈতিক দলগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। ফলে লোলুপ এই শ্রেনী নিজ কায়েমী স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সেনা বাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং নিজ রাজনেতিক দল গঠন করে।

মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে লোলুপ মধ্যবিত্ত ও উঠতি ব্যবসায়ীরা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর উপর বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হয় বিধায় তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারনের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। আলোচ্য এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয় রাজাকার ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক শত্রু পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই দেশে ও বিদেশে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ হয়। অপপ্রচারের সাথে যুক্ত হয় দেশের কায়েমী স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংবাদপত্র। আলোচ্য ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সংসদের অনুমোদনক্রমে বঙ্গবন্ধু সকল শ্রেনী স্বার্থের সমন্বয় ”বাকশাল” নামের রাজনৈতিক জোট গঠন করেন। বাকশাল বাস্তবায়নে প্রতিক্রিয়াশীল, লোলুপ মধ্যবিত্ত ও উঠতি ব্যবসায়িক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বিধায় বাকশালের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা বাকশালকে গণতন্ত্র হত্যাকারী আখ্যায়িত করতঃ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশে সামরিক স্বৈরতান্ত্রিকশাসন প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজাকারদেরকে রাজনীতিতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করা এবং লুটেরা শ্রেনীকে লুটের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে স্বৈরশাসকরা ডিগ্রী জারির মাধ্যমে ধর্ম নিরাপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন অঙ্গিকার পরিত্যাগ করতঃ রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম সংযোজনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে । ক্ষমতা জবরদখলকারীরা তাদের অবৈধ ক্ষমতা ”হ্যা” ও ”না” ভোটের মাধ্যমে বৈধ করে এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে রাজাকার, প্রতিক্রিয়াশীল, লুটেরা শ্রেনী ও অতিবামের ক্ষমতা লোভী অংশের সমন্বয় রাজনৈতিক দল গঠন করে।

জাতীয় সম্পদ লুটপাট, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের চরিত্র হণন, ইতিহাস বিকৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধ পক্ষশক্তি আওয়ামী লীগকে যে কোন মূল্যে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক শক্তির সহায়তায়

ক্যান্টনমেন্টে বিএনপি নামের রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। ক্ষমতার লড়ায়ে প্রথম স্বৈরশাসক নিহত হলে বিচারপতি সত্তার সামরিক সরকারের বেসামরিক আবরন বিএনপি দলীয় শাসন আরম্ভ করেণ। তার শাসন আমলে বিএনপি মন্ত্রীর সরকারী বাসভবন থেকে সন্ত্রাসী গ্রেফতারের হলে সত্তারকে অপসারিত করে দ্বিতীয় সামরিক শাসকের আগমন ঘটে। প্রথম সামরিক শাসকের মত দ্বিতীয় শাসকও তার স্বৈরাতান্ত্রিক শাসনকে গণতান্তিক রূপ দেয়ার জন্য লুটেরা শ্রেনীর সমন্বয় জাতীয় পার্টি নামে আর একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। সামরিক স্বৈরশাসনের ১৫ বছরে (১৯৭৫ থেকে ১৯৯০) সামরিক-বেসামরিক আমলা, অসদ ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্তের লুটেরা শ্রেনী বিপুল সম্পদের মালিক হন। গণতন্ত্র আকাঙ্খী মেহন্নতি বাঙ্গালী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুণরত হয়। ক্যান্টনমেন্টে সৃষ্ট বিএনপি গণতন্ত্র উদ্ধার সংগ্রামে সামিল থাকার কারণে জনগণ দলটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। কয়লার ময়লা যেমন ধুলে যায় না, তেমনি বিএনপি তার লুটেরা ও স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র বদলাতে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তি স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে বিএনপি নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সূচনা করে, যার প্রথম মহড়া হয় মাগুরা উপ-নির্বাচনে। ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বিধায় বিরোধী দল তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনের দাবী উত্থাপন করে। বিরোধী দলের দাবী উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ ছাড়া এক দলীয় নির্বাচন করে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ট হয়। আলোচ্য নির্বাচনটি বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় বিধায় এক মাসের মধ্যেই সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তবে পদত্যাগের পূর্বে তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নিজ স্বার্থে নির্বাচন তদারকির কিছু বিধান সংযোজন করে সংবিধানে সংশোধন করে। উক্ত বিধান সমূহের বলে সামরিক-বেসামরিক প্রসাশনে ঘাপটি মেরে থাকা কায়েমি স্বার্থবাদী আমলাদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের কলকাঠি নিজ অনুকুলে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব করে তোলা হয়।

বিগত ১৯৯৬ সালের তত্ত্বধায়ক সরকার প্রধান সত্যিকার ভাবে নিরপেক্ষ থাকায় বিএনপি দলীয় প্রেসিডেন্ট সংবিধানে সংযোজিত নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং বিধান বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়, ফলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয় লাভ করে, প্রায় একুশ বছর পর ক্ষমতায় আসে। মাস্তান, সন্ত্রাসী, লুটেরা মধ্যবিত্ত ও কালো টাকার মালিকদের নব্বই শতাংশই সামরিক শাসন ও ম্যাডামের কল্যানে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন বিধায় তারা বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও ইসলামিক দল সমূহের রাজনীতির সাথে যুক্ত। উক্ত দল সমূহের মাস্তান, সন্ত্রাসী, লুটেরা ও ব্যবসায়িক-কাম-রাজনৈতিক নেতারা মুক্তিযুদ্ধ পক্ষ শক্তির অনৈক্যের কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট গঠন করে। এই সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত হয় স্বার্থান্বেষী সামরিক-বেসামরিক আমলা গোষ্ঠি। প্রতিটি সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে ২/৪ কোটি টাকা ব্যয় সিন্ডিকেট সদস্যদের জন্য সমস্যা নয়, যার বাস্তবায়ন ২০০১ সালের শালসা নির্বাচন। তাই বর্তমান সংসদের জোট সরকারের সকল সদস্যই কোটিপতি এবং সিন্ডিকেট সদস্য। বিপরীতে বিরোধী দলের ৬২ সংসদ সদস্যের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৫ শতাংশের বেশী হবে না। জোটভুক্ত দল সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আওয়ামী লীগকে ছলে বলে কৌশলে নির্বাচনে পরাজিত করা। তাই বিগত ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন পূর্ব এবং পরবর্তী সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর হামলা, আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদেরকে গ্রেনেড মেরে হত্যা, সর্বপরি গ্রেনেড মেরে হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা ও ঢাকা - ১০ আসনের উপ-নির্বাচন এবং সদ্য সমাপ্ত ঢাকার ৬৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচন প্রভৃতি যথাক্রমে জোটভুক্ত দল সমূহের বর্ণিত উক্ত কৌশলের ও নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং এর যথাযথ মহড়া। তাই প্রতিয়মান হচ্ছে নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া বিএনপির পক্ষে নির্বাচনে জিতা সম্ভব নয়।

সেতারা হাশেম ০৪/২৯/০৫